35

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 20 1999
পৃঃ ৭ কলাম ৪

পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি লিভ-টুগেদারের মত সামাজিক ব্যভিচার ও অনৈতিকতার জন্ম দিচ্ছে

—প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত 'লিভ টুগেদারের নামে সামাজিক ব্যভিচার প্রতিরোধের উপায়' শীর্ষক সেমিনারে বলেছেন, আল-কোরআনের অধীন না হয়ে বরং কোরআনকে আমাদের অধীন করার জন্যই আমাদের সমাজে লিভ-টুগেদারের মত জঘন্য ও অমার্জনীয় পাপ প্রবেশ করেছে। এই পাপকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে দিলে অচিরেই আমাদের সমাজ ও যাবতীয় মূল্যবোধ ছারখার হয়ে যাবে। আল-কোরআনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করলেই লিভ-টুগেদারের মত অপরাধ ও অনৈতিকতা থেকে উত্তরণ সম্ভব উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, প্রকৃত মানুষ হয়ে সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে হলে আমাদের সবাইকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটির সভাপতি সাংবাদিক আহমদ সেলিম রেজা এবং আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ জাতীয় অধ্যাপক ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'লিভিং টুগেদারের নামে সামাজিক ব্যভিচার প্রতিরোধের উপায়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি লিভ-টুগেদারের মত সামাজিক ব্যভিচার ও অনৈতিকতার জন্ম দিচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মসজিদ মিশনের সম্পাদক ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটির মহাসচিব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, বিশিষ্ট মানবাধিকার আইনজীবী এলিনা আজিজ, তরুণ লেখক মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান আমাদের সমাজে পাশ্চাত্যের খারাপ দিকগুলো অনুসরণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, আগে যে কোন পাপই সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হতো, কিন্তু বর্তমানে কথিত আধুনিক সমাজে ও রাষ্ট্রীয় আইনে কেবল ব্যক্তি অধিকার লংঘনই হলো অপরাধ। কোন অনৈতিকতাকে তারা অপরাধ বলে গণ্য করে না। পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তি অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। আর আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের ঐ শিক্ষা পদ্ধতিই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

শাহ আবদুল হান্নান লিভ টুগেদারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারাকে সংশোধনের আহবান জানিয়ে বলেন, কেবল বিয়েই সঠিক ও চিরস্থায়ী লিভ টুগেদার। কিন্তু এর বাইরে তথাকথিত লিভ টুগেদারের নামে বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক বা স্বামী-স্ত্রীর মত অস্থায়ীভাবে বসবাস সম্পূর্ণ অবৈধ এবং ইসলামসহ কোন ধর্মই একে অনুমোদন করেনি। অথচ বাংলাদেশে ইদানীং এ অনৈতিক জীবনযাপন ঢুকিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। একশ্রেণীর এনজিও এর পেছনে গোপন সমর্থন যোগাচ্ছে। লিভ টুগেদারের মত জেনা বা ব্যভিচার ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধের একটি। এই বন্যজীবন নারীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং সন্তান বা শিশুদের অধিকার এতে মারাত্মকভাবে খর্ব হয়। তাই মানবজাতির জন্য এটি মোটেই কল্যাণকর নয়। অথচ বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এটি পতিতাবৃত্তির মত সিদ্ধ।

মূল প্রবন্ধে আহমদ সেলিম রেজা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও নাস্তিক্য সংস্কৃতির প্রভাবে লিভ টুগেদার আজ এক ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা ও উপযুক্ত বয়সে বিবাহ। তিনি বিবাহ ভাতা প্রচলনের সুপারিশ করেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, বেশ্যাবৃত্তির অনুমোদন দিয়ে এবং পারস্পরিক সম্মতির কথা বলে বৃটিশ প্রণীত আমাদের বর্তমান আইন ব্যভিচারে সমর্থন যোগাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, এনজিওরাই এদেশে লিভ টুগেদারকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে। মহিলাদের মিথ্যা ধারণা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে সুকৌশলে বিষিয়ে তুলে অর্থনৈতিক পথে পরিচালিত করছে।

ইসলামই পরিবার প্রথার বড় নিয়ামক উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, লিভ টুগেদার যারা করে তারা পরিবারের অধিকারগুলো ভোগ করতে চায় কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য এড়িয়ে যেতে চায়।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, বিয়ে ছাড়া পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় না। পরিবার প্রথা ধ্বংস করে পাশ্চাত্য আবার তা ফিরে পাওয়ার জন্য এখন লড়াই করছে। ইসলামকে না জানার জন্য, কোরআনকে অনুসরণ না করার জন্য পাশ্চাত্যের 'লিভ টুগেদার' নামক বিলাসী ব্যাধি আমাদের সমাজে ঢুকতে শুরু করেছে।

এডভোকেট এলিনা আজিজ বলেন, লিভ টুগেদারের ফলে মেয়েরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ একজন ছেলে যে কোন সময় ইচ্ছে করলেই তার সঙ্গিনীকে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তা পারে না।

তরুণ সাহিত্যিক মাহমুদুল হাসান বলেন যে, লিভ টুগেদার হচ্ছে ইলবার্টি ম্যানিয়া এবং ইসলাম ফোবিয়া। সমাজে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একশ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত লোকরাই আজ অবৈধ যৌনাচারের নামে এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

561